যায়যায়দিন

তারিখ ... 05 SEP 2007

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

ভালো রেজাল্টের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে গ্রামের কলেজগুলো

সাথীয়া খান

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টে পাসের এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে রেকর্ড করেছে শিক্ষার্থীরা। তবে লক্ষণীয় হলো, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে গ্রামের কলেজগুলো। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬৪.২৭%। কিন্তু পাসের হারের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে বিভিন্ন বোর্ডের নামকরা কলেজের শিক্ষার্থীরা। গ্রামের কলেজের শিক্ষার্থীরা যে ভালো করছে না তা ঠিক নয়। তবে খুব কম সংখ্যক গ্রামের কলেজ থেকে কয়েকজন জিপিএ-৫ পেলেও দেখা যায় অধিকাংশ কলেজেই পাসের হার কম। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর পাচ বছরের মধ্যে এবার পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে পরীক্ষার্থীরা। এ বছর সাত বোর্ড মিলিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ২০৫ জন। তবে সে ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈষম্য। সাত বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ৫ হাজার ২৫৪ জন পেয়েছে ঢাকা বোর্ড থেকে। আর ঢাকা বোর্ডের মধ্যে নটর ডেম কলেজের ৮২৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। জিপিএ ৫-এর ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে বিভিন্ন বোর্ডের গ্রামের কলেজগুলো। তবে শূন্য ভাগ পাসের দিক থেকে এগিয়ে আছে গ্রামের বা মফস্বলের কলেজগুলো। এ বছর পাসের হার শূন্য এমন কলেজের লিস্টে দেখা যায়, ঢাকা বোর্ডের ছয়টি কলেজের মধ্যে একটি শেরপুর সদরের, বাকি পাচটিই বোর্ডের বিভিন্ন জেলা সদরের বাইরের কলেজ।

৭ বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ৫ হাজার ২৫৪ জন পেয়েছে ঢাকা বোর্ড থেকে

জানা গেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাসহ অন্য সব কিছু শহরমুখী হয়ে পড়ার কারণে শিক্ষায় গ্রামগুলো পিছিয়ে পড়ছে। গ্রামের কলেজগুলোতে শিক্ষা উপকরণ পর্যাপ্ত নয়। সেখানে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ঠিকভাবে দেয়া হয় না। রেজাল্ট খারাপ করার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা গ্রামের এবং শহরের কলেজের পড়াশোনার সিস্টেম, অবকাঠামোসহ বেশ কিছু কারণকে উল্লেখ করেছেন।

ঢাকা বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, এমন অনেক কলেজ আছে যেগুলো নতুন এবং সেসব কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম। ৫০ জনের কম শিক্ষার্থী ছাড়া কোনো বিভাগ খোলার নিয়ম না থাকলেও বিভিন্ন কলেজ অহরহ তা করছে। দেখা যাচ্ছে, এইচএসসি পরীক্ষায় সেসব কলেজ থেকে পাচ বা ছয়জন পরীক্ষা দিচ্ছে। যেহেতু অন্য কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে তারা নতুন এসব কলেজে ভর্তি হচ্ছে তাই তারা ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না। তিনি আরো বলেন, গ্রামের কলেজগুলোর

প ১৫ ›› ক ৭

ভালো রেজাল্টের ক্ষেত্রে পিছিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী লোকের হস্তক্ষেপ খারাপ রেজাল্টের একটি বড় কারণ।

গ্রামের কলেজগুলোর রেজাল্ট খারাপ হওয়া প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গ্রামের পড়াশোনার সঙ্গে শহরের পড়ার মানের পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমতা আনার উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় ও সামাজিকভাবে এ কাজ করতে হবে।

শিক্ষাবিদ মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েও এইচএসসিতে নামিদামি কলেজে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ফেল করছে। আবার ভালো শিক্ষকের অভাবে গ্রামের কলেজের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো করতে পারছে না। এটা শিক্ষা ব্যবস্থার গলদই প্রকাশ করে। আমাদের দেশে কোনো শিক্ষা নীতি নেই। এ কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত শিক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের অধীনে কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ লিয়াকত আলী বলেন, গ্রামের কলেজে ভর্তি হয় বি অথবা সি গ্রেড পাওয়া শিক্ষার্থীরা। এসব শিক্ষার্থী নিয়েই আমরা শিক্ষা কার্যক্রম চালাই। এ কারণে আমরা রেজাল্টের দিক থেকে ততোটা ভালো করতে পারছি না। গ্রামের কলেজের অবকাঠামো ভালো রেজাল্ট না করার পেছনে একটি বড় কারণ বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, গ্রামের অভিভাবকরা শহরের অভিভাবকদের মতো অতোটা সচেতন নন। তারা সন্তানের পড়ালেখার পেছনে খুব কম সময় ব্যয় করেন। এ জন্য দেখা যায়, মেধাবী শিক্ষার্থীরাও অনেক সময় অসচেতনতার কারণে ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না।

ঢাকার একজন শিক্ষার্থীর কোচিং ও টিউশনির পেছনে যে পরিমাণ টাকা অভিভাবক ব্যয় করেন তার অর্ধেকেরও কম ব্যয় করা হয় গ্রামের শিক্ষার্থীর পেছনে। তাছাড়া স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার পর সেসব শিক্ষার্থী ঢাকার নামকরা কলেজগুলোতে ভর্তি হয়। ফলে গ্রামের কলেজগুলো মেধাবী শিক্ষার্থীশূন্য হয়ে পড়ে। এছাড়া অবকাঠামোগত দিক থেকেও দেশের গ্রামের কলেজগুলো বিপর্যস্ত। তারা বঞ্চিত ভালো এবং মানসম্পন্ন শিক্ষক থেকে।

সরকার দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কলেজের এমপিওভুক্ত বাতিল করলেও শিক্ষাবিদরা বলছেন একটি উন্নত শিক্ষা নীতির কথা। তারা বলেন, যদি কলেজের অবকাঠামোগত বিষয়, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষা দেয়ার সিস্টেম প্রভৃতি শিক্ষা নীতিতে থাকে তাহলে গ্রাম ও শহর উভয়ের শিক্ষার মানই ভালো হবে।